হাতি তাড়াতে নয়া স্কোয়াড ডায়না টোল গেট বিটে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৮ নভেম্বর : বন দপ্তর ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে হাতি তাড়ানোর নয়া স্কোয়াড চালু হচ্ছে ডায়না টোল গেট বিটে। বন দপ্তরকে একাজে সহযোগিতা করছে স্পেন্টা এইড ফাউন্ডেশন ও ডুয়ার্স জাগরণ নামে দুটি সংস্থা। সংস্থা দুটির পক্ষ থেকে এজন্য পাঁচজনকে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই হাতি উপদ্রুত এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা। বনকর্মীদের সঙ্গে ওই যুবকরা মিলিতভাবে হাতির গতিবিধির প্রতি নজর রাখবেন। পাশাপাশি গ্রামে হাতি ঢুকলে নিরাপদে সেগুলিকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ করবেন। বুধবার হাতি তাড়ানোর ওই কর্মীদের বন দপ্তরের পক্ষ থেকে সুলকাপাড়া বিট অফিসের কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার থেকেই নয়া স্কোয়াড কাজে নেমে পড়বে। হাতি-মানুষের সংঘাত রোধে স্বেচ্ছাসেবীদের পাশে নিয়ে এই নয়া মডেল সফল হলে ভবিষ্যতে অন্যত্রও চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে বন দপ্তরের। ডায়নার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'ডায়না টোল গেট বিটের আওতাধীন বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা এই উদ্যোগের ফলে উপকৃত হবেন। আপাতত চার মাসের জন্য নয়া প্রকল্পটি চলবে।' ডুয়ার্স জাগরণের কর্ণধার ভিক্টর বসু বলেন, 'দীর্ঘকালীন মেয়াদে বন দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে চালু হওয়া এই স্কোয়াডের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা আমাদের পক্ষ থেকে থাকছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, যে পাঁচজন স্থানীয়কে স্কোয়াডের কর্মী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে তাঁদের মাইনে থেকে শুরু করে হাতি তাড়ানোর জন্য একটি গাড়ি ও পেট্রোল খরচ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাই দেবে। বন দপ্তরের বিট অফিসার সহ মোট দুজন কর্মী ওই স্কোয়াডে থাকবেন। তাঁদের মোতায়েন করা হবে ডায়না টোল গেট বিট অফিসে। আশপাশের এলাকায় হাতি ঢুকে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই তাঁরা সেখানে হাজির হবেন। নির্দিষ্ট প্রোটোকল ও গাইডলাইন অনুযায়ী হাতি তাড়াবেন। সমস্ত নিয়মকানুন ও হাতি তাড়ানোর কৌশল নিয়ে এদিনের প্রশিক্ষণে তাঁদের জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন রেঞ্জ অফিসার ছাড়াও বন দপ্তরের এডিএফও শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়।

ডায়না টোল গেট বিটে একটি হাতি তাড়ানোর স্কোয়াডের দাবি এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের। আপাতত সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে চার মাসের জন্য হলেও পরবর্তীতে সেখানে যাতে স্থায়ীভাবে এমন একটি স্কোয়াড চালু করা যায়, সেই প্রস্তাবও বন দপ্তরের ওপর মহলে পাঠানো হয়েছে। এই স্কোয়াড সফল হলে আপার কলাবাড়ি বস্তি ছাড়াও ডুডুমারি, জ্বালাপাড়া, হৃদয়পুর, প্রয়াগপুর, রেডব্যাংক, ডায়না, লুকসান, খেরকাটা, ছাড়টন্ডু, ঘাসমারি বস্তির মতো বিস্তীর্ণ তল্লাটে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরবে। স্পেন্টা এইড ও ডুয়ার্স জাগরণ সংস্থা চলতি বছরে হাতি উপদ্রুত ডুয়ার্সের বিভিন্ন বনবস্তি ও চা বাগান এলাকায় এখনও পর্যন্ত ১৫০ সার্চলাইট বিলি করেছে।

হাতি তাড়ানোর স্কোয়াডের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বনকর্তারা। বুধবার।